আম্রপল্লী

আমের একটি উন্নত জাত

(Technology for Cultivation of Amrapali Mango)

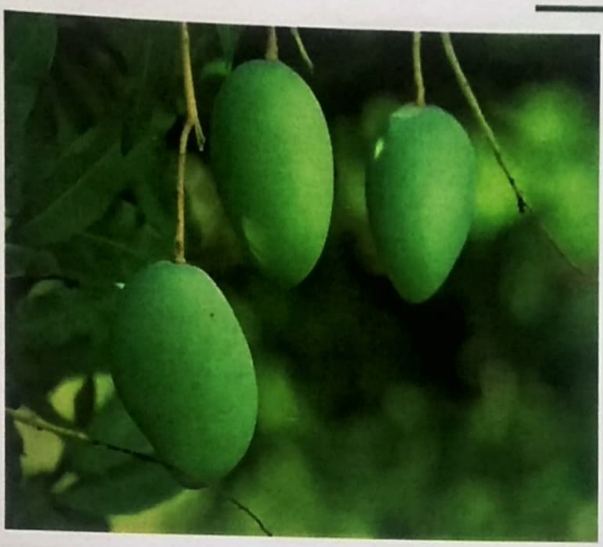

ভাকৃঅনুপ
ICAR

ICAR - RCNEH

কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র

ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ
বীরচন্দ্রমনু, দক্ষিণ ত্রিপুরা - ৭৯৯ ১৪৪

বর্তমানে বিভিন্ন রকমের আমের প্রজাতি যেমন দশেরি, ল্যাংড়া, আলফানসো, মল্লিকা, রত্না, অর্কা অর্জুন, অর্কা পুনিত, অর্কা অম্মোল, সিন্ধু, হিমসাগর, চৌসা, নীলম, কেশর প্রভৃতি পাওয়া যায়। এরমধ্যে ত্রিপুরার মাটি ও জলবায়ুতে আম্রপল্লী জাতের আমের বৃদ্ধি ও ফলন খুবই ভাল হয়। আম্রপল্লী হল একটি সংকর (হাইব্রীড) জাতের আম। এই জাতের আমের বৈশিষ্ট্য হল ঃ—

- অধিক ফলনশীল এবং প্রতি বৎসর আমের ফলন হয়।
- চারা লাগানোর তিন বছর পর ফলন শুরু হয়।
- আম সুমধুর ও আঁশবিহীন হয়।
- আমের আঁটি অত্যন্ত ছোট হওয়ায় মাংসল অংশ বেশি হয়।
- গাছের আকার হয় ছোট। ফলে প্রতি কানিতে/হেক্টর অধিক সংখ্যক গাছ লাগানো যায়।
- আম গাছ ছোট হওয়ায় পরিচর্যা ও ফল তোলা সহজ হয়।

চারা গাছ লাগাবার পদ্ধতি ঃ

ত্রিপুরার টিলাভূমি বা উঁচু জমি যেখানে জল জমার সম্ভাবনা নেই অথচ জল নিকাশের ভাল বন্দোবস্ত আছে এরকম জমিতে বাগান তৈরি করুন। সেচের অল্পবিস্তর ব্যবস্থা থাকলে সুবিধা হয়। আমের কলম বা কলম করার জন্য ডাল (Scion) কোনো লব্ধ প্রতিষ্ঠিত নার্সারী বা বাগান থেকে সংগ্রহ করুন।

গাছ সঠিক দূরত্বে লাগানো উচিত। ঘন ঘন গাছ লাগালে পরবর্তীকালে গাছের ডাল-পালা পাশের দিকে না ছড়িয়ে উপরের দিকে লম্বা হয়ে উঠে। বাগানে ঠিকমত রোদ বাতাস প্রবেশ করতে পারে না। রোগ-পোকার আক্রমণ বেশি হয়, আমের ফলন কমে যায় ও ফলের গুণগত মানও কমে যায়। সাধারণভাবে গাছ থেকে গাছের ও সারি থেকে সারির দূরত্ব ৪ মিটার হওয়ার দরকার। প্রতি হেক্টর গাছের সংখ্যা হবে ৬২৫টি বা প্রতি কানিতে গাছের সংখ্যা হবে ১০০টি।

কলম লাগাবার জায়গা চিহ্নিত করার পর ঐ জায়গায় কলম লাগানোর ৩০-৪৫ দিন আগে ১ মিটার × ১ মিটার × ১ মিটার (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ গভীরতা) গভীর গর্ত তৈরি করুন। মার্চ-এপ্রিল গাসে গর্ত করুন। প্রতিটি গর্তে ৫০ কেজি গোবর/আবর্জনা সার, ৮০ গ্রাম সুপার ফসফেট এবং ১৫০ গ্রাম বি.এইচ.সি. ১০% বা অলড্রিন পাউডার মাটির সঙ্গে মিলিয়ে গর্ত ভরাট করুন। তা হলে বর্ষাকালীন ভারি বৃষ্টিপাতের আগে গর্তের মাটি ঠিকভাবে বসে যাবে। আমের কলম মে-জুন

মাসে লাগানো ভাল। চারা লাগানোর সময় ১০-১৫ কেজি পুরানো গোবর সার গর্তের ঠিক মাঝখানের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিন। তারপর ঐ জায়গায় এমনভাবে আমের চারা লাগান যেন চারার কলম করা অংশ মাটির ৫"-১০" উপরে থাকে।

কলম না লাগিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় আঁটি বা আঁটি থেকে নতুন চারা বেরিয়েছে এরকম আঁটি সহ চারা লাগিয়ে (Insitu Planting) পরের বছর ঐ চারার ভিনিয়ার কলম বা চিপ্‌বাডিং বা সাইড গ্রাফটিং করে চারা গাছকে আম্রপল্লী গাছে রূপান্তরিত করা যায়। এ পর্যায় কলম করলে আম গাছ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে, খরা ও বন্যার সহক্ষমতা বেশি হয়।

সার প্রয়োগ ঃ নতুন চারা গাছের সঠিক বৃদ্ধি, সতেজ ও নীরোগ গাছ এবং বাগান থেকে নিয়মিত আম-এর ফলন বেশিদিন পর্যন্ত পেতে হলে, আম বাগানে সময়মত, পরিমাণ মত ও সঠিক পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করুন। আক্ষ্ম ম্রপল্লীর কলম লাগানোর বৎসর বর্ষা শেষ হওয়ার সময় অর্থাৎ অক্টোবর মাসে প্রতি গাছে ১০ কেজি গোবর সার, ৭৫ গ্রাম ইউরিয়া, ৮৫ গ্রাম সুপার ফসফেট এবং ৬০ গ্রাম পটাশ সার প্রয়োগ করুন।

	গোবর সার	ইউরিয়া	সুপার ফসফেট	পটাশ
২ বৎসর	৩০ কেজি	১৫০ গ্রাম	১৭০ গ্রাম	১২৫ গ্রাম
৩ বৎসর	৪০ কেজি	৩০০ গ্রাম	৩৪০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম
৪ বৎসর	২০ কেজি	৪৫০ গ্রাম	৫১০ গ্রাম	৩৭৫ গ্রাম
৫ বৎসর	৫০ কেজি	৬০০ গ্রাম	৬৮০ গ্রাম	৫০০ গ্রাম

কম্পোষ্ট/গোবর সার এবং রাসায়নিক সার বৎসরে ২ বার অর্ধেক মাত্রা করে প্রয়োগ করুন। একবার এপ্রিল মাসে এবং দ্বিতীয় বার অক্টোবর মাসে। সার গাছের গুড়ি থেকে কিছুটা দূরে, যেখানে গাছের পাতা শেষ হয়েছে এ জায়গার মধ্য ছড়িয়ে কোদাল দিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিন।

বাগানের পরিচর্চা ঃ

আম্রপল্লীর আমের বাগান পরিষ্কার রাখা দরকার। বছরে ২ বার বাগানে চাষ দিন অথবা কোদাল দিয়ে কুপিয়ে দিন, একবার বর্ষার আগে এবং আরেকবার বর্ষার পরে। বর্ষার পরে গাছের শুকনো রোগাক্রান্ত ডাল, পরগাছা ইত্যাদি ছাঁটাই করে দিন। আগাছ দমন করুন। আমের ভাল ফলন পেতে হলে নিয়মিত আম গাছে ঔষধ স্প্রে করুন। রোগ-পোকার উপদ্রব হলে কৃষি-বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। আম্রপল্লী বাগানে ৬-৭ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন সব্জি অথবা ডাল শস্যের চাষ করা যায়। বিশেষ করে করিফ খন্দে চাষ করা যায়। এতে আম বাগান পরিষ্কার থাকবে এবং বাড়তি আয়ও হবে।

রোগ এবং পোকা নিয়ন্ত্রণ ঃ

১। আম গাছে কাণ্ড-ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হলে কেরোসিন/পেট্রোলে তুলা ভিজিয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করুন। নতুবা Dimethoate ০.০৫% গতে দিয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করুন।

২। আম গাছে শোষক পোকার আক্রমণ হলে আমের মুকুল আসার ঠিক আগে একবার এবং আম মটর দানার সমান হলে দ্বিতীয়বার Imidacholoprid প্রতি লিটার চল ১ মিলিঃ ঔষধ মিশিয়ে স্প্রে করুন।

৩। ফলে লেদা পোকার আক্রমণ হলে (Fruitfly) আক্রমণ হলে প্রতি লিটারজলে ১-২ মিলিঃ Lamdacyhelothin মিশিয়ে স্প্রে করুন।

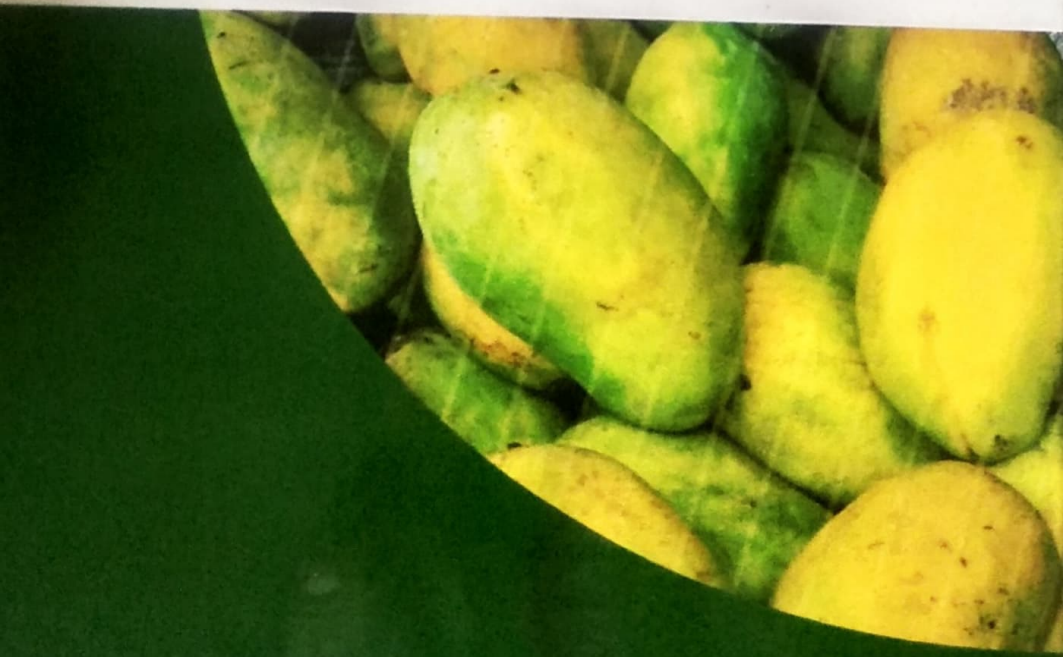

ফল তোলার ৩০-৪৫ দিন আগে স্প্রে করুন।

৪। আমের আঁটির কেড়ি পোকা (Stone Weevil) দমন করতে হলে ফল আসার আগে গাছে কাণ্ড ও ডালের ফাকে এবং গাছের গোড়ার দিকে মাটিতে কার্বাফোরান জলে গুলে ছিটিয়ে দিতে হবে। অথবা আমের গুটি মটর দানার মত হলে ১৫-২০ দিন অন্তর তিনবার Imidacholoprid ১ মিলি/লিঃ জলে মিশিয়ে স্প্রে করুন।

৫। পাউডারী মিলডিউ, অ্যানথ্রাকনোজ ইত্যাদি রোগের আক্রমণ হলে তামাঘটিত ঔষধ ৩-৪ গ্রাম প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করুন।

৬। আম বাগানে লাল পিপড়ার আক্রমণ হলে কার্বাফোরান এবং গন্ধক ২ঃ১ অনুপাতে প্রয়োগ করুন।

ফল পাড়া ও বিপণন ঃ

সাধারণতঃ গুটি ধরার ১২০-১২৫ দিন পরে আম্লপল্লী আম পাড়ার উপযুক্ত হয়। প্রতি গাছে ২০০-৪০০ ফল হয়। আম ভালভাবে পুষ্ট হলেই পাড়া উচিত। এতে আমের গুণগত মান ও স্বদ ঠিক ঠিক বজায় থাকে। আঁকশি ও আম সংগ্রহ করার জাল লাগান লগি দিয়ে একটি একটি করে আম পাড়া উচিত। এতে আম গাছ থেকে পড়ে নষ্ট হয় না। আমের ওজন বা আকার অনুসারে শ্রেণিবিন্যাস করে নিলে বাজারে ভাল দাম পাওয়া যায়। আম বাঁশের ঝুড়ি বা কার্ড বোর্ডের বাক্সে স্তরে স্তরে সাজিয়ে, দুই স্তরের মধ্যে আম পাতা বা শিরীষ পাতা দিয়ে প্যাক করে চালান দিলে পরিবহণে নষ্ট কম হয়।

Publication No. : 38 **Year :** 2017

Compiled by : Dr. Diganta Sharmah, KVK, S. Tripura
Dr. Biswajit Debnath, KVK, S. Tripura
Dr. B. K. Kandpal, ICAR for NEHR

Published by : Krishi Vigyan Kendra, S. Tripura
(ICAR Research Complex for NEHR)
P.O. : Manpathar, Birchandra Manu
South Tripura-799 144